কংগ্রেসী শাসনের খাঁটী রূপ

মুখে বুদ্ধ ও গান্ধিজীর অহিংসার বুকনি

অথচ

১৭৮২ বার গুলি বর্ষণ, ৩২৮৪ জন নিহত, ৯৩৪২ জন আহত, ৫০,০০০ কারারুদ্ধ

গান্ধিবাদ ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি ● গান্ধিবাদীদের কার্য্যকলাপতার নিদর্শন—

ভারতীয় রাষ্ট্র গান্ধিবাদী নেতাদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র; সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিলে গান্ধিবাদ কিরূপ নেয় তার প্রমান পেতে হলে ভারতীয় রাষ্ট্রের নীতির হিসাব নিতেই হবে। অনেকেই বলেন, ভারতীয় রাষ্ট্র গান্ধিবাদের নীতি অনুসরণ করে চলছে না; অতএব দোষ গান্ধিবাদের নয়। একথা বলার মধ্যে যুক্তিযুক্ততা কিছুই নেই। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি; পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল, রাজাগোপাল, মৌলানা আজাদ প্রভৃতিরা তার মন্ত্রী। এঁরা যে গান্ধিজীর শ্রেষ্ঠ ভক্তের দল একথা গান্ধিজী জীবিতাবস্থায় বহুবার বলে গিয়েছেন। আজও যাঁরা নিজেদের নৈষ্ঠিক গান্ধিবাদী বলে জাহির করেন তাঁরাও এই সব মহামান্য নেতাদের গান্ধীবাদে যে বিশ্বাস নেই, সে কথা বলার সাহস রাখেন না; আর এঁরাও নিজেদের গান্ধিপন্থী বলেই দাবী করে থাকেন। তার ক্ষীণতম প্রতিবাদও শোনা যায় না। সুতরাং গান্ধিবাদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেলে যে ভাবে শাসন চালান ভারতীয় রাষ্ট্র যে সেই ভাবেই চলছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। একথা অবশ্য ঠিক গান্ধিবাদে অনেক বড় বড় মিষ্টি মিষ্টি কথা আছে—শ্রেনীহীন সমাজ তার লক্ষ্য; শোষণ থাকবে না ইত্যাদি অনেক মন ভোলান প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পাওয়া যায় তাতে। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাওয়ার আগে ঐ ধরণের কথা অনেকেইত বলে থাকে। ক্ষমতা হাতে আসার পর কাজে ও কথায় মিললে তবে জনসাধারণের বিশ্বাস আসতে পারে। হিটলারও ত রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার আগে ঘোষণা করেছিলেন, সমাজতন্ত্র তাঁর লক্ষ্য। ক্ষমতা হাতে পেয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করা দূরে থাকুক, বুর্জোয়া উদার-নৈতিক মতবাদের সমাধি দিয়ে নগ্ন ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের গান্ধিবাদীদের ইতিহাসও তাই। মুখে সমাজতন্ত্রের বহু কথা বলে আজ তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন নগ্ন ফ্যাসিবাদ। এ জিনিষ না হয়ে উপায় নেই। কারণ ফ্যাসিবাদের দার্শনিক ভিত্তি যা, গান্ধিবাদের ভিত্তিও তাই। সুতরাং ক্ষমতায় বসার পর তাহাদের চেহারাও হয়ে পড়ে এক। গান্ধিবাদ ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি আর তাই ফ্যাসীবাদী শাসন হল গান্ধিবাদের বাস্তবিক রূপ।

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | রবিবার, ১লা অক্টোবর ১৯৫০, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

এই দিন কয়েক আগেও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেছেন, বর্ত্তমান ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার বুদ্ধের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই চালিত এবং সেই নীতিপথ হতে যাতে সে ভ্রষ্ট না হয় তার জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করে যাবেন। সর্দ্দার প্যাটেল অত কাব্য করে বলতে না পারলেও প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট পাস করবার সময় বলেন, গান্ধিজীর আদর্শে এই রাষ্ট্র চালিত হচ্ছে এবং তা থেকে বিচ্যুত হলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। আর পণ্ডিতজীর কথা না বলাই ভাল। সাম্যবাদ থেকে আরম্ভ করে গান্ধীবাদ পর্য্যন্ত যতগুলি ভাল ভাল বাদ আছে তার একটিকেও তিনি বাদ দেন নি।

আর এত বাক বিভূতির পরে বাস্তবে আমরা কি দেখছি? যতদূর হিসাব মিলেছে তাতে দেখাগিয়েছে ১৯৪৭ সালের **১৫ই আগষ্ট থেকে ১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট এই তিন বছরের মধ্যে পুলিশ ও মিলিটারী ১৭৮২ বার গুলি চালিয়েছে নিরস্ত্র জনতার উপর। এই গুলি বর্ষণের ফলে নিহত হয়েছে ৩৭৮৪ জন এবং আহতের সংখ্যা হল ৯৩৪২ জন। বিনা বিচারে ৫০ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে; এঁদের অধিকাংশই হলেন বামপন্থী দলগুলির কর্মী। পৃথিবীর**

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বোম্বাইএ ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ

৮ বছর বয়স্কা বালিকা আহত ও বহু শ্রমিক নিহত

আওয়াজ তুলুন :—

- গুলি চালনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীর শাস্তি চাই
- ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের দাবী মানতে হবে
- নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

বোম্বাই এর সুতাকল শ্রমিক ভাইরা দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্ম্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্ম্মঘট ভাঙার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় মিল মালিক ও তাদের রক্ষক কংগ্রেসী সরকার এবার নগ্ন সন্ত্রাস নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বিনা কারণে গুলি ও গ্যাসের জোরে গণতান্ত্রিক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনকে তারা ধ্বংস করতে বদ্ধ পরিকর। সরকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এসে জুটেছে হিটলারের এস, এস, আমির অনুকরণে গঠিত হোম গার্ডের দল। এদের মিলিত আক্রমণে নিরস্ত্র শ্রমিক ও পথচারীর দল বিনা কারণে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়েছে।

এই অত্যাচার যে কি রকম বিভৎস নৃশংসতার সঙ্গে চালিত হচ্ছে তা সরকারী বিবরণও লুকাতে পারছে না।

● লালবাগে জেঠবাই বিলডিংএর সিঁড়ির ওপর গণপৎ পানসারে নামে জনৈক যুবক দাঁড়িয়েছিল। ধর্ম্মঘট কিংবা রাস্তার গোলমালের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। শুধু তাই নয় সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে রাস্তা অনেক দূরে এবং একটা লম্বা গলি পার হয়ে এসে তবে ওখানে আসা যায়। তবুও হোমগার্ডের দল ১৬ হাত দূর থেকে তাকে গুলি করে মেরেছে। আধ ঘণ্টা ধরে রাস্তায় বেপরোয়া গুলি চলতে থাকায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সুবিধা পর্য্যন্ত হয় নি। অবশেষে যখন গুলি ও গ্যাস বর্ষণ একটু কম পড়ে তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু পথিমধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

● প্রভাদেবীতে ৮ বছর বয়স্কা বালিকা, কমল গোবিন্দকে, হোমগার্ডরা বিনা কারণে গুলি করেছে। ৮ বছরের মেয়ের পক্ষে পুলিশ, সৈন্যবাহিনী এবং

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী দুঃশাসন প্রতিরোধ করুন

মহা আড়ম্বরে গান্ধীনগরে কংগ্রেস অধিবেশন হলো আর তার ঝাপটা এসে লেগেছে জনমনে। খবরের কাগজের পাতা ভরা হচ্ছে কংগ্রেসী নেতাদের ছবিতে বাণীতে আর বিবৃতিতে; রেডিয়োতে কান ফাটান প্রচার চলছে কংগ্রেসের হয়ে। ভাবখানা এই রকম—সব হল বলে; জনতার দুঃখ দুর্দশার শেষ হল বলে। অবশ্য এই সব দাপ্পাবাজিতে শ্রমজীবি ভারত বাসীর আর বিশ্বাস নেই। বড় বড় বুকনি তারা ঢের শুনেছে; কঠোর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা বুঝেছে জনতাকে ধাপ্পা দিয়ে শোষণ করার উদ্দেশ্যেই বড় লোকদের মুখে বড় বড় কথার ঝড় ওড়ে; সামনে সাধারণ নির্বাচন আসছে, সুতরাং কংগ্রেসী বক্তৃতামঞ্চ হতে যদি মিষ্টি কথার স্রোত বইতে থাকে তাতে অবাক হবার কিছু নেই বরং সেটাই হল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক কাজটিই ধনিক শ্রেনীর রাজ নৈতিক দল কংগ্রেস ও তার নেতারা করে চলেছে।

সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র হল কংগ্রেস

এবারের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে যে ত্রিকোণ লড়াই হল, তাতে শ্রীযুত ট্যাণ্ডনের জয়ের অর্থ জন সাধারণকে বুঝে নিতে হবে। কংগ্রেস এতদিন মুখে তবু ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার কথা বলছিল, ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এ কথা অন্ততঃ প্রকাশ্যে বলছিল। এ বার সেই বাইরের লোক দেখান ভাবটাও খতম হল। কংগ্রেস হল ভারতীয় ধনিক শ্রেনার দল। পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ কায়েম রাখাই তার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করতে সর্বপ্রথমে দরকার মেহনৎ কারী শোষিত জনতার ঐক্যবদ্ধতায় ফাটল ধরাণ, তাকে নানা বিভাগে ভেঙে টুকরো টুকরো করা। এই কাজে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি যত গুলি প্রতিক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র আছে সে গুলি ধনিক শ্রেণী তার দলের মারফৎ প্রয়োগ করে থাকে, সময় বুঝে কংগ্রেস ও বহুবার করেছে এবং ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার মতলবে আরও বহুবার তা করবে। সময় বুঝে সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার বিষ ছড়িয়ে যে কংগ্রেস দাঙ্গা বাধাতে কসুর করে নি সেই কংগ্রেসই আবার যখনই দেখেছে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মোহ কমে আসছে তখনই বলতে সুরু করেছে ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার কথা, জনতাকে তার তাঁবে রাখার উদ্দেশ্যে। এতদিন এই ভাবে দু নৌকায় পা রেখে চলছিল কংগ্রেস। এবার থেকে তার বদলে নিছক সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার নীতিই গ্রহণ করল কংগ্রেস। কে না জানে শ্রীযুত ট্যাণ্ডণ হলেন একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক। তাঁর আর, এস এস প্রীতি, হিন্দু মহাসভাও আর, এস এসকে কংগ্রেসের মধ্যে এনে কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়ার শক্ত দুর্গে পরিণত করার চেষ্টা, তাঁর অনবরত হিন্দী-হিন্দু—হিন্দুস্থান নীতি প্রচার, প্রভৃতি তাঁর সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক মনোভাবের প্রমাণ। সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে যে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক শক্তি কংগ্রেসের মধ্যে আছে, শ্রীযুত ট্যাণ্ডন হলেন তাদেরই প্রতিনিধি। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না এবারে কংগ্রেস কোন পথ খোলাখুলি ভাবে ধরল। বর্ত্তমান ভারতীয় ধনিক রাষ্ট্র দিনের পর দিন যেমন একদিকে একটা একটা করে ফ্যাসিবাদী আইন করে চলেছে প্রগতিবাদী শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার মানসে তেমনি অন্যদিকে ধনিক শ্রেনীর রাজনৈতিক সংগঠন, কংগ্রেস, সমস্ত ফ্যাসিবাদী শক্তিকে নিজের অধীনে সংঘবদ্ধ করছে জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে, বে-সরকারী ভাবে প্রগতিবাদীদের নিছক গুণ্ডামীর জোরে ধ্বংস করতে। সেই কারনেই 'মিলিট্যাণ্ট হিন্দুইজম' তথা হিন্দুত্বের কথা উঠেছে; স্বাদেশিকতার নাম করে উগ্র জাতি বৈষম্য প্রচার চলছে। প্যাটেল-প্যাটিল-ট্যাণ্ডন চক্র রাজনৈতিক দলের সাহায্যে সেই কাজ চালাবে আর পণ্ডিত নেহেরু পরিচালিত ভারতীয় রাষ্ট্র আপাত নিরপেক্ষতার আড়ালে সেই নগ্ন ফ্যাসিবাদকে আরও জোরদার করে চলবে। ফলে জনসাধারণ যদি তার প্রতিরোধ করতে না পারে তাহলে তাকে ক্রীতদাসে পরিনত হয়ে অত্যাচার ও শোষণে মৃতপ্রায় হয়ে ধুঁকতে হবে।

নিরপেক্ষতার নামে সাম্রাজ্যবাদের দালালী

কংগ্রেসী অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে করেই বোঝা যায় তার আসল চরিত্র। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দীর্ঘ বক্তৃতা মারফৎ বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতীয় রাষ্ট্র বৈদেশিক ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে তাই হল একমাত্র সঠিক নীতি। এর ভিত্তি হল নিরপেক্ষতা, উদ্দেশ্য হল জগতের শান্তি বজায় রাখা। ভারতীয় রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি যে কেমন নিরপেক্ষ

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মধু ও হুল

ভারতবর্ষের ঝানু ঝানু কংগ্রেস নেতারা কি রকম গভীর হতাশা নিয়ে লক্ষ্য করে আসছিলেন ভারতীয় নারী জাতির অধঃপতন। জাতির জনক বাপুজী তো ভারতীয় আধুনিক মেয়েদের আধ ডজন করে প্রেমিকই শুধু দেখেছেন; অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দিতে তিনি ফুরসৎ পান নি। আর তাঁর কথাই বা বলি কেন, বিদায়ী কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ সীতারামিয়া হিন্দু কোডবিল আলোচনা কালে তো বর্ত্তমানে মেয়েদের আদর্শ ভ্রষ্টা হওয়ার জন্য কেঁদে ফেলেন আর কি। শ্রীযুক্তা সীতারামিয়া ডাক্তার সাহেবের গায়ের ফতুয়া কেচে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেও স্বামীর ধারণা বদলাতে পারেন নি। সীতারামিয়াদের আদর্শ যে রাম সীতা! ত্রেতাযুগের আদর্শ অনুযায়ী স্বামী যদি স্থান বিশেষে স্ফূর্ত্তি লুটতে যেতে চান তাহলে স্ত্রীকে হাসি মুখে গায়ের শাড়ীখানা বিক্রীকরে সেই পয়সা স্বামীকে এনে দিয়ে স্বামীকে বিশেষ স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয় তারপর যখন বিশেষ জাতের রোগ নিয়ে স্বামী-দেবতাটি ফিরে আসবেন তখন তাঁকে দাসী হিসেবে সেবাও করতে হবে। এ হেন আদর্শ যদি মেয়েরা পালন না করে তাহলে রামরাজ্য হবে কোথা থেকে? রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে রামভক্ত বারুণীর দল শাসন চালাচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "জয় রামগীতা হনুমানজীকি জয়" গোষ্ঠির এক্তিয়ার পাকাপাকি ভাবে কায়েম হয়েছে; বাকি ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে। সেটা পূরণ করার জন্য মন্ত্রী মশাইদের সনামধন্যা স্ত্রীরা এগিয়ে এসেছেন দেখে আর সন্দেহ রইল না রামরাজত্বের ভবিষ্যত সম্বন্ধে।

❀

প্রত্যেক বিষয়ে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীধর্ম্মের সবচেয়ে বড় আদর্শ রামচন্দ্রীয় বিধানে। তাই যে মুহূর্ত্তে মুন্সিজী ভারতবর্ষের খাদ্যমন্ত্রী হলেন সেইমুহূর্ত্ত থেকে শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সীও খাদ্য সমস্যার সমাধানে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। মুন্সিজী গাজা থেকে আরম্ভ করে গো বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত জাত অজাতের গাছ লাগিয়ে ভারতবর্ষটাকে বনে পরিণত করে খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করছেন; আর শ্রীমতী মুন্সি "খাওয়া কমাও" আন্দোলন চালিয়ে স্বামীকে যথোপযুক্ত সাহায্য করে চলেছেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাইতে এক নারী খাদ্য পরিষদের বক্তৃতায় বলেছেন—"যদি এককোটী লোক সপ্তাহে এক দিনের রেশন ছেড়ে দেয় তাহলে ৭৫ লাখ পাউণ্ড খাদ্যশস্য বেঁচে যায় এবং ঘাটতি এলাকাগুলির তাতে অনেক উপকার হয়।" তারপরেই তাঁর স্মরণে আসে দেশের লোক সংখ্যা তো এক কোটী নয়, অনেক বেশী। সুতরাং তিনি ফতোয়া দিলেন "দেশের লোক সপ্তাহে একদিন করে না খেলে কি এমন হয়? এতে বরং দেশের খাদ্যসংকট দূর হয়।" এই না হলে স্ত্রী! গৃহিনী সচিব সখী—একেই বলে। শেঠ ডালমিয়া অনেকদিন আগে প্রত্যেককে এক গ্রাস করে কম খেতে উপদেশ দিয়ে এই রকম কি একটা হিসেব দেখিয়েছিলেন; শ্রীমতী লীলাবতী কি তারই ভাষ্য রচনা করছেন। ভারতীয় ইতিহাসে লীলাবতী নামের মহিমা আছে বলতে হবে। খবরে প্রকাশ শ্রীমতীরা মিটিং করার পর তাঁদের খাওয়া এত কমান যে, যে প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের চা আর কেক্ সরবরাহ করার কড়ার নিয়েছিল সে কেক্ সরবরাহ করে উঠতে পারে নি। একেই বলে লীলা। "তোমার লীলা কে বুঝিবে, তুমি যে আপন লীলায় আপনি বিভোর।" দেশবাসীও বিভোর হয়ে বলছে, "চমৎকার অভিনয়।"

❀

বুদ্ধির খেলায় বাংলা যে আজও পেছিয়ে পড়ে নেই বরং দরকার পড়লে বলিহারী বুদ্ধির দৌড় দেখাতে পারে তার প্রমান পাওয়া গেল। এইসব দেখে শুনে মনে হয়—কে বলে বাংলার উন্নতি নেই, বাঙালীর ভবিষ্যত অন্ধকার? গত আগষ্ট মাসে মেঘনা জুটমিলে, মিলের ইংরেজ কর্ম্মকর্ত্তাদের এক প্রীতি সম্মেলন ছিল। তাতে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার সাহেবের নিমন্ত্রন হয় এতে আর অবাক হবার কি আছে; কংগ্রেসী আমলে এতো হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু বিপদ বাধল অন্যদিকে। ঐ মিলের পাজী মজুর বেটারা (মন্ত্রীদের ভাবে ভাষায়) সাহেবদের সঙ্গে বাধিয়ে বসল এক ঝগড়া ঐ সময়। বিপদের ওপর আরও বিপদ সময়টা ছিল কংগ্রেস ডেলিগেট নির্ব্বাচনের সময় আর নীহারেন্দু বাবুর নির্ব্বাচন কেন্দ্রও ঐ জায়গটা। মহামুস্কিল! সাহেবদেরও না বলা যায় না—সময় অসময়ে বহু সাহায্যই মেলে; আবার শ্রমিক বেটাদের মুখের ওপর গালাগাল দেওয়া যায় না—সামনে ভোট আসছে। কিন্তু হলে কি হয়? বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মারে কে? মন্ত্রীমশাই স্ত্রীকে সাহেবদের প্রীতি সম্মেলনে যেতে বললেন আর তিনি গেলেন শ্রমিকদের মধ্যে। শ্রীমতী মজুমদারজায়া যখন মিলের ভেতরে সাহেবদের হাসিমুখে খুসী করছিলেন তখন মিলের বাইরে মজুমদার সাহেব ব্যাঘ্রগর্জন ছাড়ছেন "ইংরেজ জুলুম স্বাধীন ভারতে চলবে না, চলবে না।" তারপর যে যার কাজ সেরে একই মোটরে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন। লেবার আর ক্যাপিটেলের বিরোধের কথা যারা বলে তাদের চেয়ে বড় মহামূর্খ যে আর নেই—কি চমৎকার ভাবে মন্ত্রীমশাই প্রমান করে দিলেন। এরই নাম গান্ধীজীর ন্যাসবাদ, থিওরি অফ্ ট্রাষ্টীশিপ।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

● পূর্ব্বতন নাৎসী নেতাদের বেকসুর মুক্তিদান ● ক্যানাডায় দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট ● সাম্রাজ্যবাদীদের ফরমোসা গ্রাসের চক্রান্ত ● মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্তির লড়াই

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের যে ষড়যন্ত্র ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবির করে চলেছে তা নিত্য নতুন কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে। অতলান্তিক চুক্তি, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ও সারা পৃথিবী জুড়ে সোভিয়েট ও তার বন্ধু নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ঘিরে ধরে যে সামরিক ঘাঁটীর শৃঙ্খল তৈরী করে চলা হচ্ছে তাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। সম্প্রতি আবার ফ্রাঙ্কোর মত লোককে ও কোলে স্থান দিয়েছে মার্কিন কর্ত্তারা। খুব বড়গলা করে প্রচার করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ও ফ্যাসিবাদকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামে এবং মানবতাকে বাঁচাবার সেই মহান কাজ আজও সে করে চলেছে। অথচ কে না জানে ফ্রাঙ্কো যে শুধু হিটলার মুসোলিনির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁদের অস্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই যে তিনি স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইয়া ক্ষমতা দখল করেন তাই নয়, দ্বিতীয় যুদ্ধে সৈন্যসামন্ত অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে নাৎসী বাহিনীকে সাহায্যও করেছিলেন তিনি এবং এখনও নিজ দেশে জঘন্য রকমের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম রেখেছেন অস্ত্রের জোরে। এমন দিন নেই যেদিন কোন গনতন্ত্রী স্পেনবাসীর প্রাণ দিতে হয় না ফ্রাঙ্কোর দলের হাতে প্রকাশ্যে।

মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের নাৎসী বিরুদ্ধতা ও গণতন্ত্রের রক্ষার কথা যে সম্পূর্নরূপে ধাপ্পা—তা আজ জনসাধারণ পরিষ্কার ভাবে ধরে ফেলেছে। ওয়ালষ্ট্রীটের প্রভুরা বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নে গোটা পৃথিবীর বুকে যে আগুণ জ্বালাবার ফিকিরে আছে তার সবচেয়ে বড় ঘাঁটী হ'ল পশ্চিম জার্মানী। ইঙ্গ মার্কিণ ফরাসী অধিকৃত জার্ম্মান অঞ্চল আজ বারুদের গুদামে পরিণত হয়েছে। কোটী কোটী ডলার দামের অস্ত্র শস্ত্র এনে পশ্চিম জার্ম্মানীকে ভরে তোলা হচ্ছে; পূর্বতন প্রতিটি নাৎসী সংগঠনকে আবার নতুন করে সামরিক কায়দায় সংগঠিত করা হচ্ছে। এই সব কাজের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে দেশের মধ্যে যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে তাদের মার্কিন নেতৃত্বে একত্রিত করা। এর জন্যে যুদ্ধ অপরাধীদেরও শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় হাই কমিশন ১৯ জন নাৎসী নেতাকে কারাদণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই মুক্তি দিয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হল, বিখ্যাত ইস্পাত ব্যবসায়ী ফ্রেড্রিক ফ্লিক, কৃষক নাৎসী নেতা ওয়ালটার ডারে, সংবাদের প্রধান নাৎসী সর্বময় কর্ত্তা অটো ডিয়েট্রিক, আই, জি, ফারবেন ট্রাষ্টের ডিরেকটর ফ্রিট্জ টারমীর, ক্রূপ ট্রাষ্টের ডিরেকটর হেনরী শেমান। এদের বিরুদ্ধে লুঠ, নৃশংসভাবে হত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দাস শ্রমিক নিযুক্ত করা, নাৎসী বাহিনীর নেতা প্রভৃতি বহু অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। জার্ম্মান জাতিকে এই সমস্ত দস্যুর জন্য ধন প্রাণ সম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছিল এবং আজও যে তারা ইঙ্গ মার্কিন কর্ত্তাদের তাঁবেদারীতে থাকতে বাধ্য হয়েছে তা এদের জন্যে। জার্ম্মান জাতি এ কথা উপলব্ধি করে বলেই এদের মুক্তির বিরুদ্ধে তারা। কারণ জনসাধারণ পরিষ্কার ভাবেই জানে, এদের মুক্ত করার একমাত্র কারণ হল জার্ম্মান জনসাধারণকে আবার কামাণের খোরাক হতে বাধ্য করা, তাদের ওপর নির্যাতন ও শোষণ আরও বাড়িয়ে তোলা।

এই সমস্ত যুদ্ধ অপরাধী নাৎসী রক্ত পিপাসুদের মুক্তির বিরুদ্ধে জার্ম্মান জনতা আন্দোলন গড়ে তুলছে। এমন কি চূড়ান্ত সাম্যবাদ বিরোধী পত্রিকা, "টেলিগ্রাফ" পর্য্যন্ত জনতার বিক্ষোভকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে মার্কিণ সমরকর্ত্তাদের উপদেশ দিয়েছে—"এই সব যুদ্ধ অপরাধীদের মুক্তি দেওয়ার অর্থ জনশক্তিকে সংহত করার সুযোগ দেওয়া, সুতরাং পশ্চিম জার্ম্মানীর নিরাপত্তার স্বার্থেই এদের মুক্তি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

এ ছাড়া ও একদল এস, এস বাহিনীর লোকের প্রাণদণ্ডের যে শাস্তি বিচারে দেওয়া হয়েছিল বিনা কারণে অসংখ্য যুদ্ধবন্দীকে নির্বিচারে হত্যা করার অপরাধে তাদের ও সাজা দেওয়া হয় নি। তাদের শাস্তি যাতে না হয় তার ব্যবস্থা মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ করছে। এই ভাবে একদিকে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের বেকসুর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে জার্ম্মান শ্রমিক কেরানী শ্রমজীবি মানুষের দলকে বিনা বিচারে আটক রাখা হচ্ছে; এমন কি তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য সংবাদপত্রের প্রকাশ ও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এরই নাম মার্কিনের ফ্যাসিবাদবিরোধীতা ও মানবতা রক্ষার জন্য লড়াই।

●

ইউনাইটেড প্রেস অফ্ আমেরিকার এক খবরে জানা যায় যে ফরমোসাকে যাতে ইঙ্গ মার্কিনের অধীনে শাসন করার ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য মাতব্বরদের এক আলোচনা চলছে। এর পরেই খবর বেরুল ফরমোসাকে জাপান অধিকৃত দেশ বলে বিবেচনা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই সব কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ফরমোসাকে গ্রাস করতে চায়।

ফরমোসা মহাচীনের রাজ্যের মধ্যে। জাপান গত যুদ্ধের মধ্যে তাকে মহাচীনের হাত থেকে কেড়ে নেয়। এতেই ফরমোসা জাপরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ বলে বিবেচিত হতে পারে না। সেই কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড ও মার্কিনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে ফরমোসাকে মহাচীনের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। অথচ কোরিয়ার লড়াই বাধার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ নিজের মর্জি মাফিক ফরমোসাকে রক্ষার নাম করে সেখানে সৈন্য সামন্ত নৌবাহিনী নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে। এ হল পরিষ্কার ভাবে আক্রমণাত্মক অভিযান, অন্য দেশের সীমা লঙ্ঘন করা। ইঙ্গ মার্কিন কর্ত্তাদের হাতের পুতুল জাতিসংঘকে দিয়ে ও মার্কিন হস্তক্ষেপকে লোক দেখান আইনসম্মত কাজ বলে প্রমাণ করা যায় নি।

মার্কিন সমরকর্ত্তাদের এই নির্লজ্জ আক্রমণের [illegible] করে [illegible] গণ সরকার এক লিপি জাতিসংঘের কাছে পাঠিয়েছে। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও তার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করে নি জাতি সঙ্ঘ। অবশ্য জাতি সংঘ মার্কিনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা যে অবলম্বন করবে না এ কথা একেবারে খাঁটী; কারণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের অকাজ কুকাজকে আইন সম্মত বলে ছাপ দেওয়ার অস্ত্র হলো সংগঠনটি। সোভিয়েটের তাতে যোগদান সংঘের শ্রেণীচরিত্র বদলায় নি। যাতে করে প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের কাজে না লাগাতে পারে সেই উদ্দেশ্যই সোভিয়েট প্রতিনিধির যোগদান। মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ যে ফরমোসাকে নিজেদের দখলে রেখে নিরঙ্কুশে শোষণ চালাতে চায় এবং চালাচ্ছেও তা ম্যাকআর্থারের সাম্প্রতিক ঘোষণা ও কাজ কর্মে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের জণগণের কাছে নিজেদের শয়তানী নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ায় ট্রুম্যান ম্যাকআর্থারকে কড়া কথা শোণাতে বাধ্য হয়েছেন। ট্রুম্যান যে ফরমোসা গ্রাস করতে চান না তা মোটেই নয়, বরং বড় বড় কথার আড়ালে জনতাকে ধাপ্পা দিয়ে তিনি ও কাজটি উদ্ধার করতে চান। অথচ ম্যাকআর্থার খোলাখুলি ভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী মার্কিন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করে দিয়ে ধাপ্পা দেওয়ার সুযোগটা নষ্ট করে ফেলেছেন তাই হল ট্রুম্যানের রাগ।

ইয়াঙ্কি কোটীপতির দল ইতিমধ্যেই ফরমোসায় চূড়ান্ত শোষণ চালাচ্ছে চিয়াংএর সহায়তায়। মহাচীনের বুকের ওপর বসে চৈনিক জনসাধারণের রক্ত যেমন করে শোষণ করত তারা দেশদ্রোহী চিয়াংচক্রের সহায়তায়, ফরমোসায় এখনও তা চলেছে। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফরমোসা মুমূর্ষু। ফরমোসার সব চেয়ে সুসংগঠিত শিল্প হচ্ছে শর্করা শিল্প; এর শতকরা ৬০ ভাগের বেশী মার্কিনের অধিকারে। এলুমিনিয়াম শিল্পে মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বেনল্ডস কোম্পানীর একচেটে অধিকার। [illegible]

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী দুঃশাসন প্রতিরোধ করুন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তা ভালভাবে হাজার বার প্রমাণ হয়েছে! অতি নির্লজ্জ লোকের ও লজ্জা করবে ভারতীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি কে নিরপেক্ষ নীতি বলতে; কিন্তু এই সব ঝানু মহাপণ্ডিতদের ততটুকু লজ্জাও নেই। মালয়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের হয়ে দালালী, ভিয়েৎনামে নিরপেক্ষতার কথা বলে ডিয়েৎমিনের বিরুদ্ধে বিষোদগার, বর্ম্মায় ইঙ্গমার্কিণ স্বার্থ রক্ষাকারী ন্যু সরকারকে বর্মী জনসাধারণকে হত্যা করতে সাহায্য করা, উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে লড়াই ঘোষণা করা এবং প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে মেডিক্যাল মিশন পাঠান, এশিয়া সম্মেলনে এশিয়ার অর্দ্ধেকের বেশী প্রতিনিধিত্ব যারা করে সেই নয়াচীন ও সোভিয়েট এশিয়ার প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে মার্কিন, অষ্ট্রেলিয়া, ইংরেজ প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করে শলা পরামর্শ করা অষ্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, মার্কিণ ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েট বিরোধী প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্লক গঠন করার চেষ্টা করা, ইংরেজকে ভারতের মাটীতে বসে গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ করতে অনুমতি দেওয়া আর সোভিয়েট লেখক ও শিল্পীদের ভারতে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া, মার্কিণ কর্ত্তাদের কাশ্মীরে সামরিক ঘাঁটী গড়ার কাজে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে দেওয়া আর সোভিয়েট ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশ গুলির জাহাজ ভারতবর্ষের বন্দরের কোথাও তেল পাবে না এই মর্ম্মে আদেশের সহায়তা করা, নয়াচীনের সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে তার বিরুদ্ধে জাতি সংঘে ভোট দেওয়া যেমন আমেরিকা দ্বারা চীনে বোমা বর্ষণ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দিয়েছে, নিরীহ অসামরিক কোরিয়াবাসীদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণের প্রতিবাদ না করে পরোক্ষে তাকে সমর্থন জানান ইত্যাদি সবই ভারতীয় রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার নমুনা। আর শান্তির কথা না বলাই ভাল। পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধাতে কারা চাইছে? এটম বোমার দাপদ, সারা পৃথিবী জুড়ে সামরিক ঘাঁটীর শৃঙ্খল, একটার পর একটা সামরিক চুক্তি, সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব বানচাল করা, সৈন্যদল নিয়ে অন্য দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের তাঁবেদার সরকার টিকিয়ে রেখে তার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালান, পূর্ব্বতন নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট দল ও সংগঠন গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা—এসব কাদের কাজ? যাদের কাজ সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের সাহায্য করে চলেছে ভারতীয় রাষ্ট্র। তবুও কি নিরপেক্ষতা ও শান্তির কথা সাজে? সাজে না মোটেই, আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী শিবিরের একজন পাণ্ডা। তবুও নিরপেক্ষতা ও শান্তির কথা বলার উদ্দেশ্য জনতাকে ধোঁকা দেওয়া।

জমিদারী ও পুঁজিবাদী শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখা

কংগ্রেসী অর্থ-নৈতিক প্রস্তাবে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে মিশ্র অর্থনীতি হল তার লক্ষ্য। এই মিশ্র অর্থনীতিটা কোন জাতের? জমিদারী ব্যবস্থা টিকে থাকবে, পুঁজিবাদীদের দাপটও চলবে শুধু তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিনিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ দুর্ব্বল ভারতীয় পুঁজিবাদকে রাষ্ট্রের সাহায্যে শক্ত করে তোলা হবে। সরকারের ইন্ডাসট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশনই তার নমুনা। পুঁজিবাদের ভিত্তি হল শোষণ। সুতরাং যতদিন পুঁজিবাদ বেঁচে থাকবে ততদিন জনতার শোষণ, দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হবে না তা সে যে নামেই টিকে থাকুক না কেন। মিশ্র অর্থনীতির লক্ষ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়; তার লক্ষ্য দুর্ব্বল পুঁজিকে রাষ্ট্রের সাহায্যে সবল করে তোলা। সেই পথই কংগ্রেসের লক্ষ্য। তাই সে ব্যবস্থায় বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হবে না, চাষীর হাতে জমিও আসবে না, উৎপাদন যন্ত্রগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে না, শ্রমিক কেরানী শ্রমজীবি মানুষের বাঁচার মত অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না—যাহবে তা হল পুঁজিবাদকে কায়েম করার চেষ্টা। পুঁজিপতি শ্রেণীর দল কংগ্রেসও তা চাইবেই; এতে নতুনত্ব আর কি আছে?

বাস্তুহারার দল শেওলার মত ভেসে বেড়াবে

যতদিন পুঁজিবাদী কাঠামো টিকে থাকবে ততদিন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হতে পারে না। পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থের খাতিরে বাস্তুহারা সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং বেকারের দল হিসাবে তাদের পুঁজিবাদী স্বার্থে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানও চায় না। তাই উদ্বাস্তু ভাইবোনদের সমস্যার কোন কথা না বলে সমাধানের পথ হিসাবে দেখান হয়েছে দিল্লী চুক্তি কংগ্রেসের প্রস্তাবে।

বাঁচতে হলে পুঁজিবাদ বিরোধী জঙ্গী গণমোর্চা গড়তে হবে

শোষিত মানুষের মুক্তি একমাত্র সমাজতন্ত্রের জয়েই আসা সম্ভব। সেই লক্ষ্যই গ্রহণ করতে হবে শ্রমজীবি ভারতবাসীকে—শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তকে। তার জন্য এখনই গড়ে তুলতে হবে পুঁজিবাদ বিরোধী গণমোর্চা। কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহমুক্ত হবার দিন বহুদিন এসে গিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ ভাবে জানিয়ে দিন—ভারতবাসী কংগ্রেসের ধ্বংস, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাচায়, আর সেই দাবী পূরণের উপায় হিসাবে বামপন্থী নেতৃত্বে পুঁজিবাদ বিরোধী কংগ্রেসবিরোধী শক্তিদের নিজ নিজ এলাকায় সংগঠিত করে তুলুন। সেই সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শক্তির আঘাতেই কংগ্রেসের মৃত্যু ঘটবে, জঙ্গী গণশক্তির জয় হবে, এবং ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের পথ মুক্ত হবে।

বোম্বাইএর ধর্ম্মঘটীদের উপর গুলিবর্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হোমগার্ডদের সঙ্গে নিশ্চয়ই এমন কিছু লড়াই করা সম্ভব নয়—যদি ধরেও নেওয়া হয় মেয়েটি ধর্ম্মঘটীদের হয়ে পুলিশের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল—যাতে তার ওপর গুলি চালাতে হবে। আর প্রত্যক্ষ দর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় কমল গোবিন্দ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গুলি করার কোন কারণই ছিল না।

● গুলি বর্ষণ যে কি রকম এলোপাথাড়ি ভাবে চালান হয়েছে তার আর এক প্রমাণ হল, বন্ধ রেস্তোরাঁর মধ্যে একজন কর্ম্মচারী কাজ করছিল। দোর ভেদ করে বুলেট এসে তার মাথায় লাগে। অন্য একটি ঘরেও ঠিক এই ভাবে আর একজন আহত হয়।

সরকার পক্ষই স্বীকার করেছে ১৫৬ রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয়েছে। ইংরেজ আমলেও দেখা যেত পুলিশ যখন গুলি চালাত তখন তার মূল লক্ষ্য থাকত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা, নিহত করা নয়। আর অহিংস কংগ্রেসী রাম রাজত্বে গুলি চালান হয় জনসাধারণকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই কথা আবার দাম্ভিকতার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়—"যখন আমরা গুলি চালাই তখন নিহত করার জন্যই গুলি করি।" পশ্চিমবাংলার পুলিশী বড়কর্ত্তার এই সদম্ভ উক্তি ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের পুলিশী বড় কর্ত্তাদের কথা। আর তা ত হবেই—দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে সমস্ত সৈনিক ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরাও এই সব পুলিশী কর্ত্তাদের হাতের অস্ত্রে প্রাণ দিয়েছেন। ইংরেজ আমলের অভ্যাস কংগ্রেসী নেতারা জিইয়ে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন এঁদের। তাই এঁদের দম্ভ এত।

এই ভাবে যে দেশের প্রতিটি প্রান্তে সন্ত্রাসন নীতি চলেছে এর জন্য দায়ী কংগ্রেসী সরকারের ফ্যাসিবাদী নীতি। ধনিক শ্রেণীর মুনাফা রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক শোষণ কায়েম রাখার জন্য আজ দেশবাসীর জীবন যাত্রার মান প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভাবে অধঃপাতিত হয়েছে। দেশের লোকের একশ জনের মধ্যে ৯৯ জনই আজ পেটপুরে খেতে পায় না, কাপড়ের অভাবে লজ্জা ঢাকতে পারে না, ঘরের অভাবে মাথা গোঁজার স্থান পায় না। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, আনন্দের সুযোগ নেই, মানুষের মত বাঁচার প্রতিটি উপায় রুদ্ধ। নিরাশা, হতাশা, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র, অনাহার তাদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে অন্যায়ের প্রতিবাদে যেই তারা সংঘবদ্ধ হতে যায়, আন্দোলন করতে চায়, কংগ্রেসী সরকার অমনি তাদের ওপর বর্ব্বর আক্রমণ করে তাদের মনোবল ভেঙে দিয়ে শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। সারা দেশব্যাপী এই অবস্থা।

বোম্বাইএর ধর্ম্মঘটী সুতাকল শ্রমিকদের সংগ্রাম সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সেই হিসাবে তা ভারতের প্রতিটি প্রান্তের শ্রমজীবি মানুষেরই সংগ্রাম। তাই যাতে ধর্ম্মঘটী শ্রমিক ভাইদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয় তার জন্য প্রতি প্রদেশের শ্রমিক, কেরাণী, চাষী ভাই প্রত্যেককেই চেষ্টা করতে হবে। দেশ ব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলে কংগ্রেসী সরকারকে উৎখাত করার প্রস্তুতি গড়ে তুলুন। তাই হবে ধর্ম্মঘটী শ্রমিক ভাইদের খাঁটী সাহায্য দান।

কংগ্রেসী শাসনের খাঁটী রূপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসী রাজত্বেই তিন বছরে জেলের মধ্যে ১৭বার গুলি চালান হয়েছে। এর ফলে ৮২ জন নিহত হয়েছেন। তার মধ্যে এক সালেম জেলেই একবারে ৩২ জন প্রাণ হারান। এ সংখ্যা ও আসল সংখ্যার চেয়ে অনেক কম কেননা সব হিসাব পাওয়া যায় নি।

পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির ইতিহাসে হিটলারের জার্মানী, মুসোলিনীর ইতালী, ফ্রাঙ্কোর স্পেন এবং চিয়াংএর চীন ছাড়া অন্য কোথাও এই ধরণের অত্যাচার হয়েছে বলে জানা যায়নি। বিশ্বের শ্রমজিবি শোষিত মানুষের দল যত শক্তিশালী হচ্ছে ফ্যাসিবাদী নরখাদকের দল ততই মরিয়া হয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। তারা ভেবেছে অত্যাচার আর সন্ত্রাসনের জোরে জনতার মনোবল ভেঙে দিয়ে তাদের নির্বিবাদে শোষণ করা চলবে। কিন্তু তা চলবে না। শোষিত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, লড়াই এর হাতিয়ার, তাদের বিপ্লবী সংগঠন তারা গড়ছে, শেষ আঘাত হানার জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ তারা ভাঙবেই ভাঙবে। গান্ধিবাদের ভাঁওতা আর বাপুজীর নামের মোহ বিস্তার করে তাদের সে অভিযানকে রোধ করা যাবে না; অস্ত্রের শক্তিও কোন কাজে আসবে না। সে দিন আসতে দেরী নেই।

আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বামপন্থী দল ও সংগঠনের মিলিত উদ্যোগ

খাদ্যের দাবীতে গণ-আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্য অভিযান কমিটি গঠিত

দেশের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিবার জন্য গত ১৯শে আগষ্ট কলকাতায় দক্ষিণ বামপন্থী দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হন। বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার বিভিন্ন জেলার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি, অনসনে মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা বিবেচনা করিয়া সভা আসন্ন সংকটের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেয়। খাদ্যের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সরকারী অব্যবস্থা, ইহার সংগ্রহ এবং বণ্টন নীতি, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা প্রভৃতি দায়ী বলিয়া বিবেচিত হয়।

জনসাধারণের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার পরিবর্ত্তে বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসী সরকার ক্ষুধা মিছিলের উপর গুলি ও গ্যাস চালাইয়াছে—খাদ্য আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার ও নানাপ্রকারের হয়রানী করিয়াছে। এই অবস্থায় খাদ্য আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দলের ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য অভিযান কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রীয় খাদ্য অভিযান কমিটীতে আছেন কমরেড সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি, জীবনলাল চ্যাটার্জ্জি, প্রীতিশ চন্দ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, শিবদাস, গাঙ্গুলি, প্রমোদ সেন, রাধাগোবিন্দ দত্ত, সুশীল মুখার্জ্জি প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন।

খাদ্য অভিযান কমিটির উদ্যোগে কলকাতার ময়দানে বিরাট জনসভা

খাদ্যের দাবীতে ১৫০০০ লোকের সমাবেশ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতার মনুমেন্টের পাদদেশে খাদ্য অভিযান কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের এবং আশেপাশের সহরগুলী হইতে প্রায় ১৫০০০ হাজার সাধারণ মানুষ বিভিন্ন শোভাযাত্রা করিয়া এই সভায় যোগদান করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত অমর বসু।

সভাপতি তাঁর ভাষণে দেশের খাদ্যাবস্থা বর্ণনা করিয়া ঘোষণা করেন যে জনসাধারণকে খাদ্য যোগাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। সরকার সে দায়িত্ব অস্বীকার করিলে জনসাধারণ আন্দোলনের সাহায্যে সরকারের সে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করিবে। সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ, বিশ্বনাথ দুবে, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিভিন্ন বামপন্থী নেতা কংগ্রেসী সরকারের খাদ্য নীতির তীব্র আলোচনা করেন এবং বর্ত্তমান কৃষি ব্যবস্থা জমিদারী প্রথা প্রভৃতির সমালোচনা করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় গণআন্দোলন তৈয়ার করার আহ্বান দেন।

আসন্ন খাদ্য সংকট সম্বন্ধে সভায় নিম্নলিখিত মূল প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য একটি আশু কর্ম্মপন্থা ও আর একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এই পরিকল্পনা নিম্নলিখিত প্রস্তাব হিসাবে সভায় গৃহিত হয়। সভা দাবী করিতেছে যে :—

১। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল সমূহকে অবিলম্বে 'দুর্ভিক্ষ অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে; এই অঞ্চল সমূহে গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

২। চাউল-আটা-গম-বস্ত্র প্রভৃতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কমাইতে হইবে ও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৩। সরকারী খাদ্য সংগ্রহ এবং খাদ্য বণ্টন নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কার্য্যকরী কণ্ট্রোল প্রথা চালু করিতে হইবে ও সমস্ত সহরাঞ্চল ও ঘাটতি এলাকায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা চালু করিতে হইবে। বর্ত্তমান রেশনিং-এর খাদ্যের বরাদ্দ মাথাপিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৪। অসুতদার ও চোরাকারবারীদের কঠিন শাস্তি দিতে হইবে।

৫। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা, ছাত্র প যুব সংগঠন ও প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দলসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক 'খাদ্য অভিযান কমিটি' বিভিন্ন স্থানে গঠন করিতে হইবে। এই কমিটিকে সরকারের খাদ্য বণ্টন তত্ত্বাবধানের অধিকার দিতে হইবে।

৬। দেশের খাদ্য ঘাটতি দূর করিবার জন্য যে সকল দেশ স্বল্পমূল্যে ও সুবিধাজনক সর্ত্তে খাদ্য সামগ্রী দিবার জন্য প্রস্তুত অবিলম্বে তাহাদের নিকট হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে।

৭। বিদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিলাস সামগ্রীর আমদানী বন্ধ করিয়া এবং সামরিক, পুলিশ খাতে বাজেটের বরাদ্দ কমাইয়া সেই অর্থ দ্বারা খাদ্যশস্য আমদানী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। অনাবাদী জমি অবিলম্বে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া উন্নত ধরণের বীজ ও সারের সাহায্যে অবিলম্বে চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। এই খাদ্য সমস্যার যুদ্ধজনিত জরুরি অবস্থা' হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় প্রতিরোধ ও খাদ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কৃষি বিপ্লবের ভিত্তিতে জমিতে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্ত্তন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; তাহার জন্য সভা দাবী করিতেছে যে :—

১। অবিলম্বে জমিদারী প্রথা বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদ

২। চাষীদের মধ্যে জমির পুনর্ব্বণ্টন

৩। চাষীদের সমস্ত ঋণ মকুব

৪। বিনা সর্ত্তে সরকারী সাহায্যদান

৫। সমবায় কৃষি প্রথা ও যৌথ খামার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন; উন্নত ধরণের বীজ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির সুবন্দোবস্ত করিয়া জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি।

আন্তর্জ্জাতিক সংবাদ

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিষয়ে ৭০ লাখ ডলার খাটাবার অনুমতি দিয়েছিল তবুও তাকে অগ্রাহ্য করে ৩ কোটী ৫০ লাখ ডলার নিয়োগ করা হয়েছে। পুতুল চিয়াংএর শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক ইণ্টারনেশানাল কোম্পানী সমস্ত বিদ্যুত শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের একচেটে মালিক। দক্ষিণ ফরমোসার তেলের খনির অধিকারী হল আমিরিকান অয়েল কোং। দেশের মধ্যের একটি মাত্র সার উৎপাদক শিল্প মার্কিনের। এ ছাড়া ৩৮২টি শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মার্কিন কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে মার্কিন কোটীপতিরা ফরমোসা গ্রাসের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে তাতে আর অবাক হবার কি আছে? তবে ইতিহাসের ইঙ্গিত হল ফরমোসাকে চীনমুক্তি ফৌজ মুক্ত করবেই করবে। মহাচীনের মূলভূখণ্ডে মার্কিনী সাহায্য যেমন চিয়াং ও নিজেদের শোষণকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি, ফরমোসায়ও তেমনি পারবে না। সেই সুদিন এল বলে।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো শ্রমজীবি মানুষের পেটের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। পুঁজিবাদীদের মাথার মনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১ কোটী ৮০ লাখ লোক বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক নিউ ইয়র্ক সহরেই ২ লাখ পরিবার মাথা গোঁজার স্থানের অভাবে রাস্তায় রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। তবুও মার্কিন দেশটা নাকি স্বর্গ! আর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই এই এক অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতি, মজুরীহ্রাস, খাটুনী বৃদ্ধি, নির্বিচারে ছাঁটাই, বেকারী, দারিদ্র, অনাহার, অপমৃত্যু—এ সব তো পুঁজিবাদের চিরসাথী। আর জনতাকে বাঁচতে হলে এ গুলিকে রোধ করতেই হবে। তাই শ্রমজীবি জনতাও একজোট হয়, মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের দাবী সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধতার জোরে আদায় করে নেয়।

ক্যানাডায় ও এই উদ্দেশ্যে সারা দেশব্যাপী এক বিরাট ধর্মঘট হয়েছে। ক্যানাডার ১ লাখ ২৫ হাজার শ্রমিক সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ, ৫ দিনে সপ্তাহ, ১৭ মাসের বাকী বর্দ্ধিত হারে মজুরী প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে ধর্ম্মঘট করে। ধর্ম্মঘটের সমর্থনে আর ও ৭৫ হাজার শ্রমিক এগিয়ে আসে। ক্যানাডার ইতিহাসে এত বড় ধর্ম্মঘট আর হয় নি।

পুঁজিবাদের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিপতিদের লাভ বাড়াবার চেষ্টা আর গরীব শ্রমজীবিদের পেটে ছুরী মারা। গত পাঁচ বছরে ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের লাভ হয়েছে ১৪,৫৭,৬১,০০০ ডলার। রেলওয়ে মাশুল ও নতুন করে শতকরা ৪৫ ভাগ বাড়ান হয়েছে। তবুও রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের মাইনে ও মজুরী বাড়ান হয় নি। শুধু বাড়ান হয় নি তাই নয়, ১৭ মাস আগে মজুরী বাড়াবার যে চুক্তি করা হয়েছিল তাকেও কার্য্যকরী করার কোন চেষ্টাই নেই।

ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের এই বিরাট লাভের ওপর আরও কোটী কোটী ডলার লাভ হয় অন্য আয় থেকে। কনসোলিডেটেড মাইনিং এণ্ড স্মেলটিং কোম্পানীটী রেলওয়ের সম্পত্তি। গত পাঁচ বছরে এদের কাছ থেকে রেলওয়েটি ৩ কোটী ১২ লাখ ডলার লাভ হিসাবে পেয়েছে। এত বিরাট লাভ সত্ত্বেও শ্রমিকদের মজুরী বাড়াবার বেলায় কোরিয়ার যুদ্ধ প্রভৃতি নানা জাতের অজুহাত দেখান হচ্ছে। ক্যানাডিয়ান শ্রমিক ভাইদের এই সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় শ্রমিকরা সমর্থন জানাচ্ছে।

উনোর নিশান উড়িয়ে উপনিবেশ শোষণ

লেখকঃ—ডি, ফিয়োদোরফ্

উনোর অছি ব্যবস্থা

উনোতে যখন আন্তর্জাতিক অছিগিরির ব্যবস্থা করা হয় এই কথাই ভাবা গিয়েছিল যে ঐ ব্যবস্থা "অছিভুক্ত অঞ্চল গুলির রাজনৈতিক, বৈষয়িক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নতি করে অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।"

এ পর্যন্ত অছিগিরি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে আফ্রিকায় জার্মানীর আগেকার উপনিশগুলি সম্পর্কে (দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা বাদে) এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীর কাছ থেকে এই সব অঞ্চল হাতিয়ে নিয়ে, কতকগুলো উপনিবেশের মালিক রাষ্ট্রের হাতে সেগুলোকে তুলে দেওয়া হোল জাতিসংঘের ম্যাণ্ডেটের অধীনে শাসন করার জন্য।

বর্ত্তমানে অছিভুক্ত অঞ্চল হোল :— টাংগানিকা, ব্রিটিশ ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড, বেলজিয়ান রুয়ানা উরুণ্ডি, অষ্ট্রেলিয়ান নিউগিনি, প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা, মার্শাল ও ক্যারলাইন দ্বীপপুঞ্জ (আমেরিকার অধীন) নিউ জীল্যাণ্ডের পশ্চিম স্যামোয়া, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের যুগ্মকর্তৃত্বাধীন নাউরু দ্বীপ।

এই সমস্ত অঞ্চল গুলিকে আন্তর্জাতিক অছিগিরির অধীন করার পর তিন বছরের বেশী কেটে গিয়েছে। এখন দেখাযাক, উনোর সনদে স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলি এই তিনবছরে অছি গিরির দায়িত্ব কি ভাবে পালন করেছে।

ঔপনিবেশিক শাসন

বিশ্বের অধিকাংশ সাম্রাজ্যশালী শক্তি অছিভুক্ত অঞ্চল গুলি শাসনের ভার পেয়ে সেগুলিকে স্বরাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, বরং সেগুলোকে নিজেদের উপনিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তথাকথিত "শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ" বানিয়ে ফেলল। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকমের ; অছিভুক্ত অঞ্চল শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে উপনিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল যার ফলে উপনিবেশের আইন কানুন এবং শাসন ব্যাবস্থা সেগুলির পক্ষেও প্রযোজ্য হয়ে গেল। সোজা কথায় অছি অঞ্চল গুলোকেও উপনিবেশের মালিকেরা উপনিবেশ বানিয়ে ফেললে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের চালু করা এক আইন (ডিসেম্বরে) টাংগানিকাকে তথাকথিত "পূর্ব্ব আফ্রিকা অঞ্চলের" সঙ্গে জুড়ে দিল অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশ কেনিয়া ও উগাণ্ডার সঙ্গে টাংগানিকাকে রাজনীতি, শাসন ও অর্থনীতির দিক থেকে বেঁধে দেওয়া হোল। টাংগানিকাকে আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও শাসন পরিষদের অধীন করে তার ভবিষ্যৎ (রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং সংস্কৃতি) আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া হোল। তারপর যখন দেখি যে কেনিয়ার শাসনকর্ত্তাই পূর্ব্ব আফ্রিকান অঞ্চলের হাই কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কেনিয়ার প্রধান নগর নাইরোবিতেই অঞ্চলের সমস্ত কাজকর্ম্ম হয় তখন টাংগানিকার অধীনতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

সুতরাং এই অবস্থায় টাংগানিকার আন্তর্জাতিক মর্যাদার কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না, নামে মাত্র অছিভুক্ত অঞ্চল হলেও টাংগানিকার নিজের ইচ্ছামত ভবিষ্যৎ গড়ার কোন অধিকার নেই।

বেলজিয়ান সরকার রুয়াণ্ডা উরাণ্ডিকে বেলজিয়ান কংগোর লেজুড় বানিয়ে ফেলেছেন এবং শাসনের জন্য এক উপসরকারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। অছিভুক্ত অঞ্চলটির জন্য আইন তৈরী করার দায়িত্ব বেলজিয়ান কংগোর শাসন কর্ত্তার। এমনকি ১৯৪৯ সালে উনোর সাধারণ পরিসদে বেলজিয়ান সরকার একথা মানতে বাধ্য হন যে "বেলজিয়ান কংগোর আইনেই রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি শাসিত হচ্ছে।"

টোগো ও ক্যামেরুন সম্পর্কে একই রকম আত্মসাৎ নীতি অনুসরণ করে, ফরাসী সরকার এই আসল সত্যকে ধামা চাপা দেবার জন্য নানা রকম শাসনতান্ত্রিক ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় নিচ্ছেন। তাঁরা বলতে চান যে এই অঞ্চল গুলি ফরাসী রাষ্ট্রসংঘের অংশ হিসাবে "সমান অধিকার ভোগ করছে।" অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান যে অঞ্চল গুলি সার্ব্বভৌম এবং স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিয়েছে। আসলে টোগো এবং ক্যামেরুনকে বেমালুম ফ্রান্সের আফ্রিকান উপনিবেশ গুলির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য উপনিবেশশালী দেশের অছির অধীন অঞ্চল গুলিরও একই অবস্থা। "উপনিবেশের আইনের দ্বারাই" সেগুলি শাসিত হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার একটি আইন করে ক্যামেরুনকে অনেকগুলো টুকরো করেছেন এবং এক একটি টুকরো সংলগ্ন ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

অকাট্য প্রমান

উনোর সাধারণ পরিষদ এবং অছি পরিষদের অধিবেশনে সোবিয়েৎ প্রতিনিধিরা অছি গিরির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল গুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক নীতির স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাঁরা বার বার দেখিয়ে দেন যে এই নীতির সাহায্যে অঞ্চল গুলিকে আত্মসাৎ করা হচ্ছে, সেগুলির আন্তর্জাতিক মর্যাদার আর অস্তিত্ব থাকছেনা এবং সেগুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঔপনিবেশিক লেজুড়। এই নীতি অধিবাসীদের অবস্থা 'যথা পুর্ব্বম তথা পরম' করে রেখেছে। কি রাজনীতি কি অর্থনীতি, কি সামাজিক, কি শিক্ষা কি সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রেই এই অঞ্চল গুলির কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

আরো আছে। অছির অধীন অঞ্চল গুলিতে জোর করে মানুষদের খাটান হয়, দৈহিক নির্যাতন করা হয়, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য গুলো বজায় রাখা হয়েছে। উনোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে বিশ্ব ট্রেডইউনিয়ন সংঘের পেশ করা বিবরণে ক্যামেরুনে, রুয়াণ্ডা উরুণ্ডিতে টাংগানিকায় এবং অন্যান্য অছিভুক্ত অঞ্চল গুলিতে বাধ্যতামূলক মজুরীর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। ক্যামেরুনের ট্রেডইউনিয়ন সংঙ্ঘের চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে স্থানীয় অধিবাসীদের থানায় নিয়ে গিয়ে যন্ত্র দিয়ে পেটান হয় এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ তাদের দেহে পাস করান হয়, কখনো কখনো পুলিশ তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলে।

রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি থেকে পাঠান এক লিপিতে উনোর সদস্যেরা জানতে পারেন যে "ঠিক সময়ে খাজনা না দিলে অধিবাসীদের ৮ বার চাবুকমারা হয়, একদিন দেরী করে খাজনা দিলে তাদের মালিকের জমিতে বেগার খাটতে হয় ; রাজী না হলে নির্ম্মমভাবে বেত মারা হয়।

দৈহিক নির্যাতন প্রায় সমস্ত আফ্রিকান অছি ভুক্ত অঞ্চল গুলিতেই প্রচলিত। এই নোংরা ব্যবস্থা শাসন কর্ত্তাদেরই হাতে বিচারের ক্ষমতা থাকার ফল। ক্যামেরুন ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে "ইয়েসেকাতে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা মিঃ জুত নিজেই বিচারক, জেলের ওয়ার্ডেন এবং লেবার ইন্সপেক্টর।"

এই ঘটনা মোটেই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কি বেতন, কি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কি শিক্ষা, কি চাকুরী, কি ভোটাধিকার সর্ব্বত্রই স্থানীয় অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এমনকি শাসকদের বিবরণের মধ্যেও এর প্রমাণ মিলবে।

যোগ্যতা সমান হওয়া সত্ত্বেও একজন কাফ্রির তুলনায় একজন গোরা কর্ম্মচারীর বেতন দশগুণ। ইউরোপীয়দের বহু ভোজনালয়ে কাফ্রিদের প্রবেশ নিষেধ। ট্রেন, ট্রাম ও বাসে কাফ্রিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরা বা আসনগুলোর দুরবস্থার সীমা নেই যদিও ভাড়া এক কানাকড়িও কম নয়।"

বিভিন্ন জন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উনোতে পাঠান এই সমস্ত বিবরণ থেকেই দেখা যাচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো অছি ভুক্ত অঞ্চল গুলির কিভাবে সামাজিক "উন্নতি" করছে।

উনোর এক মিশন ১৯৪৯ সালে যখন ব্রিটিশ টোগোতে যান স্থানীয় এক সমিতি তাঁদের কাছে বলেন যে সেখানে, "কর্তৃপক্ষ একটিও পাঠশালা পর্যন্ত খোলেনি।"

অছি ভুক্ত অঞ্চল গুলির জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রেরিত বিবরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

একটি দলিলে বলা হয়েছে :— অন্তঃসত্বা অবস্থায় মেয়েদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার জন্য নারী মৃত্যুর হার খুবই বেশী এবং ব্রিটিশ টেগোল্যাণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ৮০।'

আর একটি দলিলে দেখা গেল :— "গোটা নকোনিয়ার ১লক্ষ লোকের জন্য একটিও চিকিৎসালয় নেই।"

অছি ভুক্ত অঞ্চল গুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নীতি আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থায় এবং উনোসনদের নির্দ্দেশের ও লক্ষ্যের পরিপন্থী। অঞ্চল গুলিকে উপনিবেশেরলেজুড় বানিয়ে, সেগুলিকে আত্মসাৎ করে, কাঁচামাল ও লোকবলের আড্ডা তৈরী করে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত করে তবে তারা সন্তুষ্ট হবে।

টাস্

কংগ্রেসী রাজত্বে দেশবাসীর অবস্থা

পূর্ণিয়ায় আসন্ন দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীর উপর ১৩৫২৯ টাকা পাইকারী জরিমানা

ভুখা দেশবাসী এক মুঠো খাবারের অভাবে পশুর মত মরতে বাধ্য হচ্ছে আর কংগ্রেসী সরকার তাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা না করে তাদের ওপর নির্যাতন বাড়িয়েই চলেছে। এই জুলুমবাজীর একদিকের উদ্দেশ্য হল ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার জোতদারের দলকে প্রচুর মুনাফা লুটতে সাহায্য করা। অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষকে না খেতে দিয়ে এবং উপবাস কালীন অবস্থায় তুমুল অত্যাচার চালিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যাতে তারা ভবিষ্যতে কোন দিন আবার শক্তিশালী ও সংগঠিত হতে না পারে।

বিহারে এই নীতি পুরা দাপটে চলেছে। পূর্ণিয়া জেলা উত্তর ভাগলপুর ও সাহরষ অঞ্চলের ৩৩ টি গ্রামে দুর্ভিক্ষ দারুন ভাবে দেখা দিয়েছে। জনসাধারণ গাছের পাতা, মাঠের ঘাস ও বনের মূল খেয়ে রোগে ভুগে মরছে। অন্যদিকে বড় বড় জমিদার জোতদাররা খাদ্যশস্য মজুত করে রেখে তা চোরা কারবারে বিক্রী করে প্রচুর মুনাফা লুটেছে। এসব ব্যাপার সরকারের চোখের ওপর ঘটেছে এবং ভুখা মানুষ সরকারকে এসব কথা জানিয়েও একমুঠা চাল না পেয়ে মরবার আগে একবার খাবার শেষ চেষ্টা করে ঐ সব ধান লুঠ করে। সরকারের কথা থেকে জানা যায় ৩৩টি গ্রামে ২১টি খাদ্য শস্য লুঠের 'কেস' হয়েছে। কোন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির দ্বারা সত্য মিথ্যা স্থির হবার আগেই বিহার সরকার ঐ গ্রাম গুলির ওপর ১৩৫২৯৲ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করেছে।

এর নামই হল কংগ্রেসী নীতি। যে কোন সভ্য দেশের সরকার জনসাধারণকে খাওয়াবার দায়িত্বকে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান দায়িত্ব বলে মানে। ভারতবর্ষে কংগ্রেসী সরকার শুধু সে কথা মানে না তাই নয়, ভুখা মানুষের ওপর জরিমানা ধার্য্য করা থেকে আরম্ভ করে গুলি বর্ষণ পর্যন্ত যতগুলি দমননীতি আছে তার সবগুলিই প্রয়োগ করে চলেছে। তবে একথা ঠিক গরীব ভারতবাসী এই জুলুমবাজীর জবাব শীঘ্রই দেবে।

উড়িষ্যার গোপীনাথপুরে কৃষক সভা

কৃষক নেতা কমরেড গগন পট্টনায়কের কিষানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার উড়িষ্যার গোপীনাথপুরে স্থানীয় এস, ইউ, সির উদ্যোগে কৃষকদিগের এক বিরাট জমায়েত বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের উড়িষ্যা প্রাদেশিক সংগঠক কমরেড গগন পট্টনায়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি কংগ্রেসী শাসনের তিন বৎসরের কলঙ্কময় জনস্বার্থ বিরোধী ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন—"চাষীভাইদের মানুষের মত বাঁচিতে হইলে কংগ্রেসী শাসন টিকাইয়া রাখিলে চলিবে না। কংগ্রেস ধনিক শ্রেণীর দল; জমিদার পুঁজি-পতিদের মুনাফা রক্ষা করা তাহার উদ্দেশ্য। তাই কংগ্রেসী সরকারের অধীনে বড় লোকদের লাভ হইতেছে আরও বেশী এবং গরীব জন সাধারণ বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজ না খাইয়া, না পরিয়া মারা পড়িতেছে। সুখে সচ্ছন্দে বাঁচিতে চাহিলে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিয়া গরীব শ্রমজীবি মানুষের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়িতে হইবে। তাহা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করিতে হইবে। তাই আপনারা দলে দলে যুক্ত কিষণ সভার সভ্য হইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গোড়ার কাজ পালন করুন।"

সভায় আরও অনেকে বক্তৃতা করেন। প্রায় এক হাজার কৃষক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার পর কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। তাহারা যুক্ত কিষাণ সভার স্থানীয় কমিটি গঠন করিয়াছেন।

অন্ধ্র প্রদেশে কংগ্রেসী গণতন্ত্রের নমুনা

বিনা বিচারে বহু লোককে গুলি করে হত্যা

সরকারের পৈশাচিকনীতির প্রতিবাদে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ

অন্ধ্র দেশে কৃষকদের ওপর চূড়ান্ত ভাবে অত্যাচার চালান হচ্ছে। একদিকে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে পথে ঘাটে মরতে বাধ্য হচ্ছে, অন্য দিকে মাদ্রাজ সরকার নিরঙ্কুশ সন্ত্রাস চালিয়ে পাইকারী হারে কৃষকদের গুলি করে মারছে। কংগ্রেসী নেতাদের বড় পেয়ারের সরকার মাদ্রাজ সরকার। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুরের নিজস্ব প্রদেশ হল মাদ্রাজ, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতিও এখানকার লোক। তাই মাদ্রাজ সরকারের অহিংসা নীতিও জোর চলেছে চাষীর বুকের খুন ঝরাবার কাজে।

কি রকম পৈশাচিকতার সঙ্গে যে নৃশংস অত্যাচার চলছে তা নীচের কয়েকটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

● কোডুর, ভালভাদাম, ও [illegible] চাষীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় স্পেশাল পুলিশ। সংবাদে প্রকাশ তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।

● পান দাল পাপী আমাইয়া নামে জনৈক লোককে টেনালি পুলিশ শিবিরে আটকে রাখা হয়। তারপর একদিন বেলা ৩ টার সময় তাকে একদল পুলিশ সুলতানাবাদে নিয়ে যায় এবং সেখানকার অধিবাসীদের সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করে।

● ভেঙ্কটেশ্বর রাওকে জমিদারের লোকেরা পুলিশের সহযোগিতায় এবং তাদের চোখের সামনে পোদলা মুথাবি থানার মধ্যে মারতে মারতে মেরে ফেলে। জেলা মেডিক্যাল অফিসার পোষ্ট মর্টম পরীক্ষা করে 'খুন' বলে সাব্যস্ত করলেও এবিষয়ে উচ্চ বাচ্য করা হয় নি।

● পটালারি সুন্দরমকে বিজয়নগরে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে তাকে তিন চার দিন আটক রাখার পর কোনদালাপ জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

● এছাড়াও চাষীদের সঙ্গে লড়াই হয়েছে এই অজুহাতে বহু চাষীকে পুলিশ বাহিনী হত্যা করে চলেছে।

এই সব কথা সরকারকে বার বার জানিয়ে কোন ফল হয় নি। সরকারের আদেশেই যেখানে এই ধরণের জুলুম অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে সরকারকে লেখার কোন অর্থই হয় না। সরকারের এই সন্ত্রাসন নীতির প্রতিবাদে কৃষ্ণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি, ক্রমবি পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

কৃষক নেতা রামদাস মুখার্জ্জীর অকালবিয়োগ

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিলা কমিটির সভ্য ও বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড রামদাস মুখার্জ্জী প্রায় একমাস রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন! কমরেড মুখার্জ্জী বিশেষভাবে কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহার অকালবিয়োগে [illegible]।

চিঠি পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

জনসাধারণের অর্থ না কংগ্রেসী নেতাদের হাতখরচ?

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

নীচের চিঠিটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত থাকিব। কংগ্রেসী নেতারা জনসাধারণের অর্থ লইয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলিতেছেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতেছেন তাহা সকলের জানা থাকিলেও জনসমক্ষে আমি আর একটি উদাহরণ উপস্থিত করিতেছি।

২৪ পরগণা জিলা বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান হইতেছেন শ্রীপ্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীহৃদয় চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা দুইজনেই ২৪-পরগণার কংগ্রেসী নেতা। ইঁহাদের পূর্ব্বে, রাজা হৃষীকেশ লাহার আমল হইতে শ্রীযোগেশ চন্দ্র সেনের আমল পর্য্যন্ত ভ্রমন ব্যয় বাবদে কোন চেয়ারম্যাণ বার্ষিক ২৫০০ টাকা এবং ভাইস চেয়ারম্যান ১৫০০ টাকার বেশী লন নাই। অথচ সেই সময় জেলাবোর্ডের অধীনে বড় বড় পাকা ও কাঁচা রাস্তা ছিল, প্রাথমিক স্কুল ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। এগুলিকে প্রায়ই পরিদর্শন করিতে হইত। অথচ এখন বড় বড় সড়কের ১৫।১৬টি সরকার লইয়াছে, প্রাথমিক স্কুলগুলি স্কুল-বোর্ডের অধীনে গিয়াছে এবং জলসরবরাহ সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে ভ্রমন ব্যয় কমিবারই কথা। কিন্তু তাহা না হইয়া বাড়িয়াই গিয়াছে। বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রত্যেকে মাসিক ৩৫০, টাকা করিয়া লইতেছেন। ইহার উপর আছে গাড়ী ও তেলের খরচ। গাড়ী ও তেল যে কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্ব্বাচনের সময় উক্ত দুই ভদ্রলোক নিজেদের কাজে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার বহু প্রমান আছে।

এইভাবে জনসাধারণের অর্থের অপ-ব্যবহার ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে খরচ করিবার তাঁহাদের কি কোন অধিকার আছে? জনসাধারণ করপোরেশন কে চোর পোষণ বলে। জিলাবোর্ডগুলিকে সেই আখ্যা দিলে কি খুব অন্যায় হইবে?

ইতি—শ্রীগদাধর হালদার

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

বাস্তুহারা সংবাদ

সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা সম্মেলন

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত বাস্তুহারা সম্মেলনের বিবরণীর শেষাংশ)

১৪। সরকারী সাহায্যে বাস্তুহারাদিগের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি কার্য্যকরী করিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার সকল স্তরে প্রাপ্তবয়স্ক বাস্তুহারাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মূলক প্রতিষ্ঠান মারফৎ বিতরণ করিতে হইবে। কোন অফিসারের খেয়াল খুশী মারফৎ বিতরণ করা চলিবে না।

এই সকল স্বল্পমেয়াদি সাহায্যের জন্য উপযুক্ত অর্থ যোগাড় করিতে হইলে প্রথমে ভারত সরকারের সামরিক খাতে ব্যয় শতকরা ৬০ ভাগ হইতে কমাইয়া ২০ ভাগের নীচে দাঁড় করাইতে হইবে। ইহাতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার মত পাওয়া যাইবে। দেশীয় নৃপতিদের মাসোহারা ও সকল প্রকার রাজা খরচ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে ইহাতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। অবিলম্বে আংশিক ভাবে ষ্টারলিং পাওনা হইতে ১০০ কোটি টাকা আদায় করিতে হইবে! আমাদের দেশের সকল প্রকার বিদেশী শিল্পের লভ্যাংশের শতকরা ৫০ ভাগ ট্যাক্স করিয়া আদায় করিতে হইবে। ইহাতে বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার উপরে পাওয়া যাইবে। অবশ্য এই সকল লভ্যাংশ কম করিয়া দেখাইবার সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেজ্ঞদের মতে বাস্তুহারাদের জন্য উপযুক্ত স্বল্পকালিন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও প্রায় ৪০০ কোটি টাকা পড়িয়া থাকে, তাহাতে কয়েকটি জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে ও এই দেশের বেকারদিগের জন্য বেকার ভাতা দেওয়া যাইতে পারে।

বাস্তুহারাদিগের জন্য স্থায়ী দীর্ঘমেয়াদি সাহায্য ও পুনর্ব্বসতির জন্য জমিদারী প্রথা বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদ করিতে হইবে। পশ্চিম বাংলার আবাদ যোগ্যে পতিত জমির পরিমান প্রায় ৭৫ লক্ষ একর। ইহা ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গের সংলগ্ন জেলাগুলির আরও প্রায় ১৫ লক্ষ একর আবাদ যোগ্য পতিত জমি আছে। মোট প্রায় ৯০ লক্ষ একর। অথচ প্রায় ৪ লক্ষ বাস্তুহারা কৃষক পরিবারের জন্য গরপরতা ৫ একর (১৫ বিঘা) করিয়া ধরিলে মাত্র ২০ লক্ষ একর জমি দরকার হয়। বাকি জমিতে এই দেশের জমিহান কৃষকদিগকে বসাইতে পারিলে এবং এই সকল কৃষকদিগকে চাষের জন্য সর্ব্বপ্রকারে সরকারী সাহায্য দিলে আবাদের দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে ও দেশকে চিরদুর্ভিক্ষ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে। আবাদ যোগ্য পতিত জমি ছাড়াও লক্ষ লক্ষ একর বসত যোগ্য জমি খালি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সকল জমিতে ৬ লক্ষ বাস্তুহারার বসত বাড়ীর সংকুলান হইয়াও গৃহহীন লক্ষ লক্ষ পশ্চিম বঙ্গবাসীদেরও বসতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশী পুজি গত ২০০ বৎসর ধরিয়া অবাধে শোষণ চালাইয়া আসিয়াছে। এই সকল বিদেশী পুজি বাজেয়াপ্ত করিলে সকল প্রকার বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ এবং ষ্টার্লিং পাওনা ইত্যাদি পুরাপুরি আদায় করিলে আমাদের দেশে মোট প্রায় ৫,০০০ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে। গড়পরতা সাধারণ হিসাবে দেখা যায় যে ১ কোটী টাকার শিল্পে ২ হাজারের মত লোক অফিসে নিয়োগ করা যাইতে পারে। অথচ এই সকল শিল্পে মাত্র ৩৬ লক্ষ লোক নিয়োজিত আছে। অথচ ইহার দ্বারা প্রায় ১ কোটীর মত লোক নিয়োগ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে ১৫ লক্ষ বেকার বাস্তুহারা নিয়োগ করিয়াও এই দেশের অন্যান্য ৫০ লক্ষ বেকার নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে এবং জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া আমাদের দেশকে শিল্পে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যাইতে পারে।

এই মূল প্রস্তাব ব্যতীত বাস্তুহারা ছাত্রদের দাবী সম্বলিত চার্টার, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর, শান্তি বিষয়ক, প্রভৃতি ১৫টি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহিত হয়। অতঃপর কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। কমরেড সত্যপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়কে সভাপতি, অম্বিকা চক্রবর্ত্তীকে সম্পাদক, সুবোধ ব্যানার্জী, শিবদাস গাঙ্গুলী, যতীশ জোয়ারদার, মহাদেব ভট্টাচার্য্য, দেবতোষ দাসগুপ্ত প্রভৃতিকে সহাসভাপতি, কলয়ল দাশগুপ্ত, ডাঃ এন ব্যানার্জী, প্রভৃতিকে সহসম্পাদক করিয়া ৫৬ জনকে লইয়া একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ময়দানের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির করেণ কমরেড মৃণাল কান্ত বোস এবং উদ্বোধন করেন প্রাচীন সংবাদিক সত্যেন্দ্র মজুমদার মহাশয়! বিপুল উদ্দীপনার সহিত ৫০ হাজার উদ্বাস্তু নরনারী নতুন সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সভার শেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাস্তুহারাদের বিভিন্ন দাবীর ধ্বনি তুলে উত্তর কলকাতায় দিকে যাত্রা করে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত

ঐক্যবদ্ধতার জোরে পুলিশী জুলুম ব্যর্থ

মণীন্দ্র কলোনীর উদ্বাস্তু পরিবারদের উচ্ছেদের চেষ্টা প্রতিহত

উদ্বাস্তু দরদী শ্রীশচন্দ্র নন্দীর দরদের নমুনা

১০০ টাকার বদলে ২০০ টাকা করে পত্তনি

কয়েকদিন আগে কাশিমবাজার মনীন্দ্র নগর কলোনীর উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের জন্য যে পুলিশ জুলুম ও অত্যাচার চালান হয়েছিল উদ্বাস্তুরা তাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জোরে ব্যর্থ করেদিয়েছেন। সরকার পক্ষ শুধু জুলুম চালান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তাই নয়, উদ্বাস্তু পরিবারদের ঐ স্থানে বসবাসের দাবী স্বীকার করতে এবং পুণর্বসতি করার আগে উচ্ছেদের চেষ্টা আর করা হবে না—এই আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু চিরাচরিত পুঁজিবাদী প্রথা অনুযায়ী বিভেদ নীতি চালিয়ে উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধতাকে ভাঙার চেষ্টা চলেছে। সরকারী রিলিফ বিভাগীয় কর্মচারীদের বিভিন্ন গুদামে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেবলমাত্র করিম বক্সের গুদামের বাসিন্দাদের সাহায্য দেবার কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে লক্ষ করার বিষয় উদ্বাস্তুদের প্রতি বহু দরদের কথা মহারাজ শ্রীশ চন্দ্র নন্দী প্রায়ই বলে থাকেন অথচ তার জঙ্গলাকীর্ণ জমিগুলি ১০০৲ টাকার বদলে ২০০৲ টাকা করে প্রতি বিঘা পত্তণি দিতে আরম্ভ করেছেন। মুখে বড় বড় কথা এবং কার্য্যকালে উদ্বাস্তুদের শোষণ করা এই ধরণের কাজ যারা করে সেই রকম লোকদের মুখোস ছিঁড়ে দিয়ে তাদের আসল রূপ জনতার সামনে খুলে দেওয়া দরকার।

"সোবিয়েৎ দেশ"

টাস এজেন্সির নতুন পাক্ষিক পত্র

বাংলাভাষী পাঠকরা জেনে সুখী হবেন যে আমাদের ইংরাজী পাক্ষিক পত্র 'সোভিয়েট ল্যাণ্ডের' সচিত্র বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

"সোবিয়েৎ দেশের" "সোভিয়েট ল্যাণ্ড" এবং হিন্দী সংস্করণ "সোবিয়েৎ ভূমির" মতই লক্ষ্য ভারতবাসীকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সমাজ জীবনের নানা দিকের ও কাজকর্ম্মের সম্পর্কে আসল খবর পরিবেশন করা।

সমাজতন্ত্রের দেশে বেকার সমস্যা চিরকালের মত উচ্ছেদ হয়েছে, না আছে অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যাভাব বা পণ্যাভাব। দিনে দিনে সেখানে জনগণের জীবনযাত্রা হচ্ছে সচ্ছলতর তাঁরা ক্রমশঃই মহান লক্ষ্য সাম্যবাদী সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছেন! আমাদের পত্রিকায় পাঠকেরা পাবেন তারই বর্ণনা।

"সোবিয়েৎ দেশ" আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রবন্ধ দেবে, শান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার শত্রুদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দেবে। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কিভাবে শান্তির লড়াই চালাচ্ছে তা জানাবে। এ ছাড়া পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা, ভাল ভাল বই থেকে উদ্ধৃতি ইত্যাদি নানা জিনিষ থাকবে।

চাঁদার হার :— বাৎসরিক তিন টাকা ষাণ্মাসিক দেড় টাকা
ত্রৈমাসিক বারো আনা প্রতি সংখ্যা দুই আনা

গ্রাহক ও এজেন্টরা নীচের ঠিকানায় চিঠি লিখুন :—

Representative TASS in India
6, Canning Road
New Delhi

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের (ইংরাজী মুখপত্র)

প্রতি কপি দুই আনা (৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট) কলিকাতা—১৩ বার্ষিক দেড় টাকা